দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ...25 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১

কোচিং বাণিজ্যের দাপট

এসএসসি পরীক্ষার্থীরা এখন কলেজে ভর্তির জন্য অপেক্ষমাণ। এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও পরীক্ষা শেষে এখন অপেক্ষা করছে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির এই মৌসুমকে কেন্দ্র করে দেশে কোচিংবাণিজ্য এখন জমজমাট। চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে কোচিংসেন্টারগুলো এখন প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে তাদের ভর্তিপ্যাকেজে শিক্ষার্থী ভেড়ানোর কাজে। গত শনিবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত 'কলেজ ভার্সিটিতে ভর্তিকে সামনে রেখে কোচিং বাণিজ্য জমজমাট ॥ অনেক কোচিং সেন্টার লাপাত্তা, শিক্ষার্থীরা প্রতারিত' শিরোনামের রিপোর্ট যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কোচিংবাণিজ্যের সাম্প্রতিক ভয়াবহ চিত্র পেয়ে গেছেন। শুধু যে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিশ্চয়তাসহ নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে শিক্ষার্থী ভেড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, তা নয়, যারা বিগত বছরগুলোতে নামীদামী কলেজ ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে কিংবা এসএসসি, এইচএসসিতে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে, তাদের সবাইকেই প্রায় প্রতিটি কোচিং সেন্টার নিজেদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বলে দাবি করছে। একই কৃতী শিক্ষার্থীর ছবি দিয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন ও লিফলেট প্রচার করছে!

এ-ধরনের প্রতারণা আর প্রলোভন দেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই কোচিং-ব্যবসায়ীদের তৎপরতা, এমনকি, ভুয়া সাইনবোর্ডসর্বস্ব কোচিংসেন্টার খুলেও বহু শিক্ষার্থীকে প্রতারণা করার ঘটনা ঘটছে। কলেজ বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কোচিং দেয়ার নামে সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি ফী এবং কোচিং ফীর লাখ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাবার ঘটনাও ঘটেছে এই রাজধানীতেই। ফার্মগেটের এরকম একটি, হায় হায় কোচিং সেন্টারের শিকার হওয়া এক ব্যক্তি জনকণ্ঠ অফিসে এসেছিলেন এ-ঘটনা জানাতে। শনিবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত রিপোর্টে তার বিশদ বর্ণনা ছাপা হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমাবনতিকে পুঁজি করে কোচিংসেন্টারগুলো ফায়দা লুটছে অনেকদিন ধরেই। নার্সারি ক্লাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই এখন টিউটর আর কোচিংসেন্টার যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নিরুপায় অভিভাবকরাও বাধ্য হয়ে দ্বারস্থ হচ্ছেন কোচিংসেন্টারগুলোর। ঢাকার নামীদামী স্কুল এবং ভাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির এক চরম অসম প্রতিযোগিতা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। দিন যতই যাচ্ছে, ভর্তিসঙ্কট ততই তীব্র হয়ে উঠছে। বিশেষ করে, রাজধানী ঢাকার নামী স্কুল ও কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে নার্সারি থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কোচিং বা স্পেশাল টিউটর গ্রহণ যেন শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক! এসব কোচিংসেন্টার ইচ্ছামতো ভর্তি ফী ও এককালীন মোটা অঙ্কের প্যাকেজ ফী নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে। এ-ব্যাপারে কোন যৌক্তিক কারণ বা নীতিমালা প্রদর্শনেরও ধার-ধারেনা তারা। কোচিংসেন্টার বা টিউটরের সহায়তা ছাড়া ভর্তির কথা যেন এখন ভাবাই যাচ্ছেনা।

এ-রকম এক অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে একদিকে স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান কমছে, অন্যদিকে, বাইরে রমরমা কোচিংবাণিজ্য আর টিউশনবাণিজ্য চলছে। এমনকি, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির এতই চাপ যে, ভুয়া কোচিংসেন্টার খুলে ফিস নিয়ে উধাও হয়ে যাবার মতো ঘটনাও ঘটছে। এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মূল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তার নাম কোচিংসেন্টার ও প্রাইভেট টিউশনকেন্দ্র। এ-থেকে এটাও স্পষ্ট যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের যথাযথ পাঠদানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে, যে-কারণে ৪৫ বা ৫০ মিনিটের ক্লাসের বাইরে আরেকটি ক্লাসে যেতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা,— যার নাম টিউটর অথবা কোচিংসেন্টার। তাই, কোচিং না-নিলে ভাল রেজাল্ট করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কেন? আজ থেকে দুই-তিন দশক আগেওতো কোচিংসেন্টারে অথবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে যেতে হতোনা। অথচ, তখনও ভাল রেজাল্ট করেছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের মধ্যেও টিউশনির এমন উদগ্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়নি। অথচ, এখন অধিকাংশ শিক্ষক ক্লাসের চেয়ে বাসায় কোচিংপড়াতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বিশেষ করে, অঙ্ক, ইংরেজী এবং বিজ্ঞানের বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা টিউটরের কাছে পড়তে এখন বাধ্য। তা নাহলে ভাল ফল অসম্ভব। তাহলে ক্লাসে এ বিষয়গুলো কি যথাযথভাবে পড়ানো হয়না?

বর্তমান জোট-সরকার যেসব বিষয়ে সাফল্যের কৃতিত্বের কথা উচ্চকণ্ঠে বলে, তার অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা। নকলমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। হ্যাঁ, নকলপ্রবণতা সরকার কমাতে পেরেছে, এটা ঠিক; কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আদৌ পড়াশোনা হচ্ছে কিনা, তার কোন তদারকি তো নেই। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই যোগ্য শিক্ষক; প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নেই শতকরা ৯৮ ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যে কারণে ক্লাসে পড়া হয়না যথাযথভাবে। ছাত্রছাত্রীরা যায় কোচিংসেন্টারে অথবা টিউটরের কাছে। যেতে বাধ্য হয়। কারণ শহরের নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকরাও দেদার টিউশনি করেন। ক্লাসের চেয়ে ১০ গুণ বেশি মনোযোগী তাঁরা কোচিংয়ে। এ-অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষামন্ত্রণালয়কে ভাবতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে কীভাবে ক্লাসকেই শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র করে তোলা যায়।